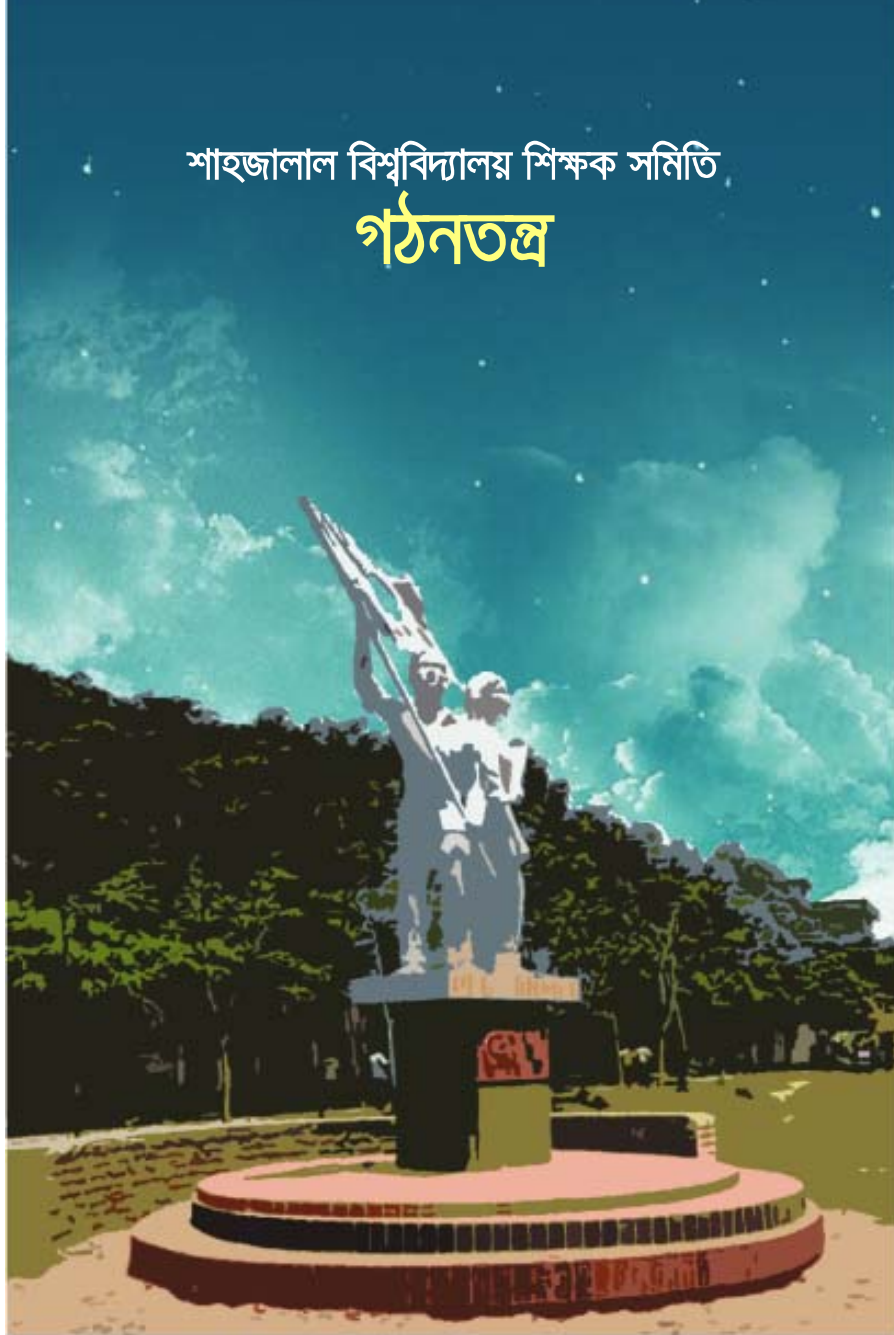


শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

# গঠনতন্ত্র



শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি  
গঠনতন্ত্র



শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়  
সিলেট-৩১১৪, বাংলাদেশ

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

## গঠনতন্ত্র

প্রথম প্রকাশ  
১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ/ বাংলা ১৪০০ বঙ্গাব্দ

সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ  
৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ/ ১৭ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

সার্বিক সহযোগিতা  
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কার্যকরী সংসদ ২০১৬

স্বত্ব  
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি  
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট-৩১১৪, বাংলাদেশ।

মুদ্রক  
ছাপাকানন  
মাছুদিঘির পাড়, তালতলা, সিলেট  
ফোন : ০১৭১১৩৩৬৪০৭

## ১. নাম

এই সমিতির নাম হইবে 'শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি'।

## ২. সংজ্ঞার্থ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না-থাকিলে এই গঠনতন্ত্রে—

- (ক) 'বিশ্ববিদ্যালয়' অর্থ— শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়;
- (খ) 'ডিসিপ্লিন' অর্থ— বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয় এমন এক-একটি বিষয়ের সকল শিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত বিভাগ;
- (গ) 'ইনস্টিটিউট' অর্থ— বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইনস্টিটিউট হিসেবে স্বীকৃত কোনো ইনস্টিটিউট;
- (ঘ) 'শিক্ষক' অর্থ— বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক স্বীকৃত অন্য কোনো ব্যক্তি;
- (ঙ) 'গঠনতন্ত্র' অর্থ— শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কর্তৃক গৃহীত গঠনতন্ত্র;
- (চ) 'সমিতি' অর্থ— শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি;
- (ছ) 'সংসদ' অর্থ— কার্যকরী সংসদ।

## ৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের স্বার্থোন্নয়ন;
- (খ) শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
- (গ) বিশ্ববিদ্যালয় সমাজজীবনে ও দেশের বৃহত্তর সমাজপরিমণ্ডলে সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি ও সমঝোতা-বিধান;
- (ঘ) শিক্ষকদের সামগ্রিক অধিকার, শিক্ষাগত স্বাধীনতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা ও মর্যাদা সংরক্ষণ;
- (ঙ) দেশের ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা;
- (চ) বিশেষ তহবিল গঠনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কল্যাণ সাধন করা।

## ৪. সমিতির সদস্য

- (ক) সংজ্ঞার্থে বর্ণিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-কোনো শিক্ষক ৭০.০০ (সত্তর) টাকা মাসিক চাঁদা প্রদানপূর্বক তন্মধ্যে ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা কল্যাণ তহবিল এবং ৩০.০০ (ত্রিশ) টাকা সাধারণ তহবিলে জমা হবে;
- (খ) যে-কোনো সাধারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে চাঁদার হার পরিবর্তন করা যাইবে।

#### ৫. সমিতির কার্যকরী বৎসর

এই সমিতির কার্যকরী বৎসর ১ জানুয়ারি হইতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হইবে।

#### ৬. কার্যকরী সংসদ

নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সমিতির কার্যকরী সংসদ গঠিত হইবে—

- (ক) সভাপতি—০১ (এক) জন;
- (খ) সহ-সভাপতি—০১ (এক) জন;
- (গ) কোষাধ্যক্ষ—০১ (এক) জন;
- (ঘ) সাধারণ সম্পাদক—০১ (এক) জন;
- (ঙ) যুগ্ম সম্পাদক—০১ (এক) জন;
- (চ) সদস্য—০৬ (ছয়) জন।

#### ৭. কার্যকরী সংসদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

- (ক) সংসদ সমিতির সকল কার্যক্রম সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব পালন করিবে;
- (খ) সংসদ সমিতির তহবিল সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবে এবং সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় বার্ষিক হিসাব প্রদান করিবে;
- (গ) সংসদ কোনো জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন মনে করিলে তাহা নিতে পারিবে। তবে এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার পর তাহা সমিতির পরবর্তী সাধারণ সভার রিপোর্ট করিতে হইবে।

#### ৮. সভাপতি

- (ক) সভাপতি সমিতির সার্বক্ষণিক প্রধান ও নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং সংসদের পরামর্শ অনুসারে সমিতির কার্য পরিচালনা করিবেন;
- (খ) সভাপতি কার্যকরী সংসদের সভা ও সমিতির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;
- (গ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভাপতির সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালন করিবেন;
- (ঘ) সমিতির কোনো সাধারণ সভায় সভাপতি ও সহ-সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে যে কোনো সদস্য সভাপতির আসনে নির্বাচিত হইবেন;
- (ঙ) কার্যকরী সংসদের কোনো বৈঠকে সভাপতি ও সহ-সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে সংসদের কোনো একজন সদস্য বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত হইবেন;
- (চ) কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন মনে করিলে সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং বিষয়টি সম্পর্কে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে কার্যকরী সংসদের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবেন;

- (ছ) কার্যকরী সংসদ তাঁহাদের কার্যক্রম অনুমোদন না-করিলে তাহারা পদত্যাগ করিবেন অথবা পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সমিতির সাধারণ সভায় তাহা পেশ করিবেন এবং সাধারণ সভা তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন না-করিলে তাহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

#### ৯. সাধারণ সম্পাদক

- (ক) সভাপতির তত্ত্বাবধানে সাধারণ সম্পাদক সমিতির নির্বাহী ও প্রশাসনিক দায়িত্বসমূহ এবং সংসদকর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করিবেন;
- (খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

#### ১০। তহবিল ও কোষাধ্যক্ষ :

- (ক) সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা ও কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বেচ্ছামূলক দান সমন্বয়ে সমিতির তহবিল গঠিত হবেই এবং সিলেটে অবস্থিত তপশীলভুক্ত কোনো ব্যাংকে জমা থাকিবে;
- (খ) কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথদায়িত্বে তহবিল পরিচালিত হইবে;
- (গ) কোষাধ্যক্ষের অবর্তমানে সহ-সভাপতি কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করিবেন;
- (ঘ) কার্যকরী সংসদের মঞ্জুরি ব্যতীত সাধারণ সম্পাদক এককালীন অনূর্ধ্ব ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকার বেশি দৈনন্দিন খরচ নির্বাহের জন্য নিতে পারিবেন না;
- (ঙ) কোষাধ্যক্ষ আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাবরক্ষণ করিবেন এবং কার্যকরী সংসদ ও সমিতির বার্ষিক সভায় পরীক্ষিত হিসাবপত্র পেশ করিবেন;
- (চ) সাধারণ সম্পাদক অথবা সংসদের অন্য কোনো কর্মকর্তা বা সমিতির কোনো সদস্য সমিতির তহবিলের কোনো টাকা খরচ করিলে টাকা গ্রহণের এক মাসের মধ্যে কোষাধ্যক্ষের নিকট উক্ত টাকার হিসাব দিতে বাধ্য থাকিবেন।

#### ১১. সভা

- (ক) প্রতি বৎসর ন্যূনপক্ষে ০২ (দুই) টি সাধারণ সভা এবং ০৪ (চার)টি কার্যকরী সংসদের সভা করিতে হইবে;
- (খ) সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভার কার্যসূচী নির্ধারণ ও সভা আহ্বান করিবেন;
- (গ) অন্ততঃপক্ষে ৭ (সাত) দিন ও ৩ (তিন) দিনের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যথাক্রমে সাধারণ সভা ও কার্যকরী সভা আহ্বান করিবেন;
- (ঘ) অনুরূপভাবে জরুরি সাধারণ সভা ও কার্যকরী সভার আহ্বান যথাক্রমে ২৪ ঘন্টা ও ১২ ঘন্টার বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজন হইবে;

- (ঙ) সাধারণ সভার কোরামের জন্য মোট সদস্যের এক চতুর্থাংশের উপস্থিতি প্রয়োজন এবং কার্যকরী সভার ক্ষেত্রে অন্যান্য ০৬ (ছয়) জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে;
- (চ) কোনো সাধারণ সভায় কোরাম না-হইলে কার্যকরী সংসদের পরপর ০৩ (তিন)টি বৈঠকে কোরাম না-হইলে পরবর্তী সভায় বা বৈঠকে কোরামের প্রয়োজন হইবে না;
- (ছ) সমিতির কমপক্ষে এক-পঞ্চমাংশ সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবি অনুসারে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে (শুক্রবার সহ) সাধারণ সম্পাদক একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিতে বাধ্য থাকিবেন;
- (জ) সাধারণ সম্পাদক অনুরূপ দাবিকৃত সভা আহ্বানে ব্যর্থ হইলে উক্ত স্বাক্ষরকারীগণ যৌথভাবে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিবেন, তবে এইরূপ সভায় মোট সদস্য সংখ্যায় অর্ধেকের অধিক সংখ্যক সদস্যদের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে এবং উপস্থিতি সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ব্যতীত কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না।

## ১২. নির্বাচন

- (ক) কার্যকরী সংসদের নির্বাচন কার্যকরী বৎসরের প্রথম ২২ (বাইশ) দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইতে হইবে। বিদায়ী সংসদ এই ২১ (একুশ) দিন দায়িত্ব পালন করিবেন;
- (খ) অনিবার্য কারণবশত যদি ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না-হয় তাহা হইলে কার্যরত সংসদ অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সমিতির একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন এবং সেই সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;
- (গ) কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং নির্বাচন উপ-বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন তবে উপ-বিধিসমূহ কার্যকরী সংসদের অনুমোদিত হইতে হইবে;
- (ঘ) কোষাধ্যক্ষ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদকের সহায়তায় খসড়া ভোটার তালিকা প্রণয়ন করিবেন ও নির্বাচন তারিখের কমপক্ষে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের পূর্বে প্রকাশ করিবেন;
- (ঙ) খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কে আপত্তিসমূহ দুই দিনের মধ্যে কোষাধ্যক্ষের নিকট লিখিতভাবে পেশ করিতে হইবে ও পরবর্তী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করিতে হবেই এবং ঐ তালিকা নির্বাচনের জন্য অপরিবর্তনীয় থাকিবে;
- (চ) নির্বাচনের ০৭ (সাত) দিন পূর্বে মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং দাখিলের ০২ (দুই) দিনের মধ্যে মনোনয়ন প্রত্যাহার করা চলিবে। নির্বাচনের

০৩ (তিন) দিন পূর্বে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিতে হইবে;

- (ছ) সমিতির যে কোনো সদস্য যেকোনো পদের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন; তবে কোনো সদস্য কোনো পদে একাদিক্রমে ০২ (দুই)বার অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন। অধিকন্তু কোনো ডিসিপ্লিন হইতে একের অধিক শিক্ষক সংসদের সদস্য পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন;
- (জ) সংসদের কর্মকর্তা পদে গোপন ব্যালোটের মাধ্যমে ভোট অনুষ্ঠিত হইবে;
- (ঝ) কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে বা অপরাগতায় সংসদ কর্তৃক মনোনীত যে-কোনো সদস্য নির্বাচন কমিশনারে দায়িত্ব পালন করিবেন।
- (ঞ) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে বিদায়ী সংসদের সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক একটি সাধারণ সভা আহূত হইবে যাহা 'বার্ষিক সভা' নামে অভিহিত হইবে। এই সভায় বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক বিগত বৎসরের কার্যক্রমের বিবরণী দিবেন এবং কোষাধ্যক্ষ পূর্ববর্তী বৎসরের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পেশ করিবেন। নবনির্বাচিত সংসদের সদস্যবৃন্দ এই সভায় তাঁহাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন।

### ১৩. পদত্যাগ ও পদচ্যুতি

- (ক) কার্যকরী সংসদের কোনো কর্মকর্তা বা সমিতির সদস্য পদত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সভাপতি বরাবর আবেদন করিতে হইবে। সভাপতি পদত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাকে সহ-সভাপতির নিকট আবেদন করিতে হইবে। এইরূপ পদত্যাগপত্র ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংসদের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী সংসদের পরামর্শক্রমে সাধারণ সভায় তাহা পেশ করিবেন এবং সাধারণ সভার সিদ্ধান্তক্রমে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে;
- (খ) যদি কোনো সদস্য সমিতির আদর্শ, উদ্দেশ্য, নীতি, কর্মপন্থা ও সাধারণভাবে শিক্ষকদের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করেন, তবে কার্যকরী সংসদ তাঁহার সদস্যপদ স্থগিত বা প্রয়োজনে বাতিলের জন্য সাধারণ সভায় প্রস্তাব পেশ করিবেন এবং সাধারণ সভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হবে।

### ১৪. অনাস্থা

সংসদের কোনো সদস্য বা সামগ্রিকভাবে সংসদের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক কোনো প্রস্তাব আনিতে হইলে সেই প্রস্তাবের পিছনে কমপক্ষে এক পঞ্চমাংশ সদস্যদের লিখিত সমর্থন থাকিতে হইবে। প্রস্তাবকারীদের দাবিক্রমে সাধারণ সম্পাদক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে একটি সাধারণ সভার আহ্বান করিতে বাধ্য থাকিবেন। সাধারণ সম্পাদক এই সভা আহ্বানে ব্যর্থ হইলে প্রস্তাবকারীগণ যৌথভাবে একটি সভা আহ্বান করিবেন। এইরূপ কোন সভায় মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের উপস্থিতিতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গৃহীত হইতে হইবে। যে সভায় অনাস্থাসূচক প্রস্তাব



গৃহীত হইবে সেই সভা পরবর্তী নির্বাচনের তারিখ ও কার্যক্রম নির্ধারণ করিবে। অনাস্থা প্রস্তাবে কার্যকরী সংসদ ক্ষমতায়ুক্ত হইলে উক্ত সাধারণ সভায় নির্বাচন পরিচালনার জন্য ০১ (এক) জন আহ্বায়ককে নির্বাচিত করিতে হইবে।

১৫. শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের স্বার্থে গৃহীত কোনো প্রকল্প যেমন আবাসন/বিমা এবং শিক্ষক সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে শিক্ষক সমিতি সার্বিক সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকিবে।

#### ১৬. কল্যাণফান্ড ব্যবহারের নীতিমালা

ক. বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক কিংবা তাঁর পরিবারের কোনো (স্ত্রী/স্বামী/ছেলে/মেয়ে/পিতা/মাতা) সদস্যের জন্য কল্যাণ তহবিল থেকে কার্যকরী সংসদের মাধ্যমে সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে অনুদান প্রাপ্য হবে;

খ. শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি বরাবর লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত অনুদান বরাদ্দ দেওয়া যাবে।

#### ১৭. সংশোধনী

গঠনতন্ত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে ডাকা একটি সাধারণ সভায় মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশের উপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে গঠনতন্ত্রে সংশোধনী গৃহীত হইবে।

#### ১৮. অডিট

সংসদকর্তৃক মনোনীত ০২ (দুই) জন সাধারণ সদস্য সংসদের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিবেন। পরীক্ষিত হিসাবপত্র কার্যকরী সংসদ কর্তৃক বিবেচিত ও অনুমোদিত হইবার পর সমিতির বার্ষিক সভায় তাহা পেশ করিতে হইবে।

#### টীকা

ধারা : ৪ (ক) উপধারাটি শাহজালাল শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সংসদ ২০১৬-এর মাধ্যমে সংশোধিত হয়।

ধারা : ৪-(খ) এবং (গ) উপধারাটি শাহজালাল শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সংসদ ২০১৬-এর মাধ্যমে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়;

ধারা : ১২ (ছ) উপধারাটি শাহজালাল শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সংসদ ২০১৫-এর মাধ্যমে সংশোধিত হয়।



শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট